দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 24 JAN 2003
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

# বইমেলার খবর

নূতন বৎসরের প্রথম দিন হইতে শুরু হইয়া ঢাকার প্যারেড গ্রাউন্ডে ১৫ দিনব্যাপী বইমেলা এখন শেষ। মেলার আয়োজন করে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১লা জানুয়ারীতে নবম ঢাকা বইমেলার উদ্বোধনী ভাষণে দুই হাজার তিন সালকে জাতীয় গ্রন্থবর্ষ ঘোষণা করিয়া মেলার গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এবারের মেলায় দেশ-বিদেশের ১৫১টি প্রকাশনা সংস্থা অংশগ্রহণ করিয়াছিল। ভারত, জাপান ও ইরান হইতেও বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা এবারের মেলায় অংশগ্রহণ করিয়া মেলার আকর্ষণ বৃদ্ধি করিয়াছে। এবার মেলা চলাকালে শীতের তীব্রতা ছিল ব্যাপক। এতদসত্ত্বেও দুই টাকা মূল্যের টিকেট কিনিয়া প্রচুর ক্রেতা-দর্শকের ভীড় লক্ষ্য করা গিয়াছে। মেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল পারিবারিক উপস্থিতি। ছেলে-মেয়েসহ মা-বাবা একসঙ্গে বই দেখিতে ও ক্রয় করিতে মেলায় শরিক ছিলেন।

জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের উদ্যোগে ইহা ছিল নবম বইমেলা। বইমেলার জন্য এক এক বৎসর এক এক স্থান নির্বাচন করা হয়। প্রায় প্রতি বৎসরই বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ হইতে বইমেলা বা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মোকাররমের চত্বরে বই প্রদর্শনীর আয়োজন করে। বাংলা একাডেমী প্রতি ফেব্রুয়ারী মাসে একাডেমী প্রাঙ্গণেই বইমেলার ব্যবস্থা করে। এই তিন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতেই প্রতি বৎসর বইমেলা বা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বায়তুল মোকাররমের চত্বর বইমেলার জন্য একেবারেই ছোট। বইমেলাগুলির মধ্যে বাংলা একাডেমীর মেলাতেই লোক সমাগম বেশী হয়। সম্ভবতঃ একুশে ফেব্রুয়ারীর ঐতিহাসিক দিনের স্মরণেই একাডেমী প্রাঙ্গণের মেলা প্রতি বৎসরই দারুণভাবে জমিয়া উঠে। সাম্প্রতিককালে একাডেমীর মেলাকে একাডেমীর প্রাঙ্গণ ধারণ করিতে পারে না। গত বৎসরও বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠ হইতে প্রায় টিএসসির চত্বর পর্যন্ত মেলা উপচাইয়া পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে অনেকেই এখন বইমেলার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা করার দাবী জানাইতেছেন। বিষয়টি সরকার বিবেচনায় নিবেন বলিয়াই আমাদের প্রত্যাশা।

এবার নবম ঢাকা বইমেলায় তিন দিনব্যাপী সেমিনার মেলার আকর্ষণ নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি করিয়াছে। স্বরচিত কবিতা পাঠের আসরও বসিয়াছিল মেলায়। বাংলা একাডেমীর বইমেলাতেও অনুরূপ সেমিনার ও কবিতা পাঠের আসর বসে। কিন্তু ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পুস্তক প্রদর্শনীতে তেমন কোন আয়োজন হয় বলিয়া আমাদের জানা নাই। প্রদর্শনী উপলক্ষে ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের সেমিনার ও কবিতা পাঠের ব্যবস্থা করা এখন অনেকের দাবী। কিন্তু বায়তুল মোকাররম চত্বরে সীমিত পরিসরে তাহা সম্ভব নয়, এই কারণেও উপযুক্ত স্থান নির্বাচন আবশ্যক। ফাউন্ডেশনের কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনায় নিবেন বলিয়াই আমাদের আশা।

বইমেলা সম্পর্কে মফস্বল হইতেও অনেকে চিঠিপত্র লিখিয়াছেন। কোন কোন পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থ পিপাসু মফস্বল এলাকার মানুষ দাবী করিয়াছেন তাঁহাদের অঞ্চলেও বইমেলার আয়োজন করার জন্য, যাহাতে তাঁহারা নূতন নূতন বই দেখিতে পারেন, ক্রয় করিতে পারে, জ্ঞানের পিপাসা মিটাইতে পারেন। জেলা শহরে বইমেলার আয়োজন অবশ্যই সম্ভব হইতে পারে জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনার আওতায়। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী মাসে, অনুষ্ঠিত হইতে পারে জেলা শহরভিত্তিক বইমেলা। তদ্দরুন শুধু যে বই বিক্রি বাড়িবে এবং দেশের প্রকাশনা শিল্পের প্রসার ও সমৃদ্ধি ঘটিবে তাহাই নয়, স্থানীয়ভাবে সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার পরিবেশও জোরদার হইবে। দাবীটি যে সঙ্গত এবং ন্যায্য, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রস্তাব হইতেছে ভ্রাম্যমাণ রেলগাড়ীর ব্যবস্থা করা। রেলগাড়ীতে পুস্তক প্রদর্শনী ও মেলার আয়োজন করা। প্রদর্শনীসমেত রেলগাড়ী সম্ভাব্য বিভিন্ন জেলা শহরে যাইয়া কয়েকদিন অবস্থান করিবে এবং কোন্ কোন্ দিন কোন্ কোন্ শহরে অবস্থান করিবে, তাহা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জানান দেওয়া হইবে। আমাদের বিবেচনায় এই ধরনের ব্যবস্থা উত্তম এবং সহজ। ফলে একই মেলা বা প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ সমভাবে উপকৃত হইবেন।